তথ্য প্রকাশ

তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

সংখ্যা ৩, সেপ্টেম্বর ২০১৫

Good Governance and Right to Information Act

Muhammad Zamir, Former Ambassador and
Ex-Chief Information Commissioner, Information Commission Bangladesh

The evolution of the digitalized world has brought with it, different connotations. There is now an agreed understanding that the process of governance should not only be transparent in decision making, but also that the outcome of implementation of such decisions, has to be consistent with accountability. This awareness has arisen from the sensitization that the real authority within a country rests with its citizens and within an institution with its stakeholders. Consequently, today, special emphasis is laid on how governance should be carried out and whether it is being done responsibly and meaningfully.

There have been attempts at different times to broadly describe good governance. Some have referred to it as an 'indeterminate term used in international development literature to describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources in order to guarantee the realization of human rights'. Governance has also been labeled as "the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)". It has also been agreed by academics that the term governance 'can apply to corporate, international, national, local governance or to the interactions between other sectors of society'.

The term "good governance" has lately found acceptance as a benchmark of behavior whereby it can be used as a model to compare ineffective economies or political bodies with viable economies and political bodies. Such a distinction is often undertaken on the basis of the premise that liberal democratic states concentrated in Western Europe, Japan, Canada and the USA, often possess institutions that rely on open governance and accountability that can act as standards by which to compare other states' institutions when talking about governance.

Good governance can generally imply many things in different contexts. In international affairs, analysis of good governance can look at any of the following relationships: between governments and markets, between governments and citizens, between governments and the private or voluntary sector, between elected officials and appointed officials, between local institutions and urban and rural dwellers, between legislature and executive branches, and between nation states and institutions.

The varying types of comparisons comprising the analysis of governance in scholastic and practical discussion can also cause the meaning of "good governance" to vary greatly from practitioner to practitioner. There is consensus however that three institutions, function as integral parts within its equation: the state, the private sector and civil society.

It may be noted however that the need and demand for reform within the matrix can vary depending on the priorities of each country's society and that in turn will determine the required various types of governance reform.

In this context, it would be useful to recall that the International Monetary Fund (IMF)'s declaration of 1996 noted- "promoting good governance in all its aspects", includes "ensuring the rule of law, improving the efficiency and

see page 3 ►

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার ফলে দেশের জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে একটি নবযুগের শুভ সূচনা হয়েছে। আইনটি জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আইনে নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকের অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে সব কর্তৃপক্ষের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সব সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ সরকারি সাহায্যপুষ্ট ও বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাগুলোর ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই আইনকে তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত অন্য সব আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে এবং আইনের প্রস্তাবনায় এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয় তথ্য অধিকার আইনের মূল ভাবকে আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি সৃষ্টি; জনগণের ক্ষমতায়ন; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি; দুর্নীতি হ্রাস এবং সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। আইন বাস্তবায়নের প্রায় ছয় বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রায়শই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেন। মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা, কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের প্রদত্ত বক্তব্য থেকে দেখা গেছে– তথ্যপ্রদানে ভীতি, দিকনির্দেশনার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, প্রজন্মপরম্পরা-বাহিত মানসিকতায় দাফতরিক গোপনীয়তার চর্চা, ইত্যাদি তথ্য প্রদানে অনীহার কারণ হিসেবে কাজ করছে।

আমরা দীর্ঘ সময় একটি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছি। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় দাফতরিক গোপনীয়তার চর্চা আমাদের মানসিকতায় একটি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পরও আমরা সেই চিন্তা ও চর্চা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি। শত বছরের মনস্তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার থেকে সহজে বেরিয়ে আসা কঠিন। তথ্য প্রদানে অনীহার ক্ষেত্রে এটিও একটি বড় কারণ।

এরপর পৃষ্ঠা ৪-এ দেখুন ►

সম্পাদকীয়

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস (International Right to Know Day)। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়।

বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার ও তথ্যের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করে, এমন ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো ২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে বুলগেরিয়ার সোফিয়াতে একটি সভায় মিলিত হয়। এই সভা থেকে সারা বিশ্বের ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে Freedom of Information Advocates Network (FOI Network) নামে একটি নেটওয়ার্ক গঠিত হয় এবং এখান থেকে নেটওয়ার্কের সদস্যরা তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার ও স্বচ্ছ প্রশাসন নিশ্চিত করার জন্য একত্রে কাজ করতে একমত হয়।

বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকারের দাবিকে জোরালো করতে ২৮ সেপ্টেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাব করে FOI Network। সেই থেকে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ২৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর তথ্য অধিকার ও মানবাধিকার কর্মীরা এবং এ বিষয়ে কর্মরত সংগঠনগুলো নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবারের দিবসটি নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় বছর হলো। এই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সামগ্রিক অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রা পায়নি।

আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে 'তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯' এবং তথ্য অধিকারসংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে, যা আইনের অনেক বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করেছে। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তথ্য কমিশন তার আইনি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে। কমিশন সারা দেশে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সরকারের পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ইতিবাচক নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করা এবং তথ্য অধিকার আইন চর্চায় তাদের ইতিবাচক করে তোলা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে তোলা; জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি গঠন; মন্ত্রণালয়গুলোর বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়নে তথ্য অধিকার সংগতি মূল্যায়ন; মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়গুলোতে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদানসহ বহু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ এই আইন বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

এই আইনের আসল পক্ষ হচ্ছে জনগণ। জনগণ আইনটিকে ব্যবহার না করলে এই আইন ঘিরে সব স্বপ্ন ও আয়োজন ব্যর্থ হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন ও এর সুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, আইন ব্যবহারে তাদের সক্ষম করে তোলার উদ্যোগ খুবই অপ্রতুল। গণসচেতনতা সৃষ্টিতে তথ্য কমিশন বা সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই।

অন্যদিকে সারা দেশে হাতে-গোনা কয়েকটি মাত্র বেসরকারি সংগঠন তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার কাজটি করছে। কিন্তু দেশের ১৬ কোটি জনগণের বিবেচনায় এই কয়েকটি সংগঠনের মিলিত শক্তিও দিঘির বুকে এক ফোঁটা শিশিরের সমান। যে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে আইনটি পাস হয়েছিল, আইন বাস্তবায়ন পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলোর সংযুক্ততার ক্ষেত্রে তার প্রত্যাশা সামান্যই পূরণ হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার এমন জাদুকরী উপাদান বিষয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলোর নির্লিপ্ততা আইনের সুফল প্রাপ্তি বিলম্বিত করছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এই কয়েকটি মাত্র বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগ দেশের মোট জনগোষ্ঠীর বিবেচনায় সামান্য হলেও একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করতে কিন্তু সক্ষম হয়েছে। কোনো কোনো সংগঠনের অভিনব কিছু উদ্যোগ তথ্য অধিকার কর্মীদের মনে আশার সঞ্চার করে। তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের আন্দোলনে আয়োজিত তথ্য মেলা, তথ্য অধিকারবিষয়ক পটগান এবং অতি সাম্প্রতিক তথ্য অধিকার ক্যাম্প এ ধরনেরই কয়েকটি মহতী উদ্যোগ।

এ ধরনের অব্যাহত উদ্যোগ তৃণমূলে তথ্য অধিকার আইনকে জনপ্রিয় করতে কার্যকর অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন। আইনটির ব্যবহার প্রক্রিয়া ও সুফল সম্পর্কে জনগণকে ব্যাপকভাবে অবহিত করা সম্ভব হয়নি। জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তথ্য চাওয়ার আবহ সৃষ্টি করতে পারলেই তথ্য অধিকার আইন পাসের ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যে অমিত সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে তার সুফল উপভোগ করা সম্ভব হবে।

তথ্য অধিকার আইনকে জনপ্রিয় করার পদ্ধতিসমূহ

সুরাইয়া বেগম
সহকারী পরিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ গত ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে ছয় বছর পূর্ণ করেছে। উল্লেখ্য, এই আইন বাংলাদেশে এক শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব আইন। এ আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারি ও বেসরকারি (আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী) কর্তৃপক্ষের কাজের হিসাব চাইতে পারে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা স্থাপনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আর এসবের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অথচ আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, ছয় বছরে আইনটি যে পরিমাণে নাগরিকের কাছে পৌঁছানো দরকার ছিল তা হয়নি। নাগরিকের পক্ষ থেকে যে পরিমাণ আবেদন জমা পড়েছে তা এর জনপ্রিয়তার প্রমাণস্বরূপ– এ কথা বলা যাচ্ছে না। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে তথ্য কমিশনের বার্ষিক পরিসংখ্যানে। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অর্থাৎ– ২০১৩ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের হিসাব অনুযায়ী মোট আবেদন পড়েছে ৬১ হাজার ৪২০টি। এর মধ্যে প্রথম বছর, অর্থাৎ– ২০১০-এ ছিল ২৫ হাজার ৪১০টি। এই সংখ্যাটি সমালোচিত হয়েছে যে, এই আবেদনগুলো যথার্থ অর্থে তথ্য আবেদন ছিল না। পরবর্তী বছরগুলোতে এর সংখ্যা তাই হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ২০১০-২০১৫ (১৫-০৪-২০১৫) পর্যন্ত সময়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল হয়েছে ৯০৬টি, আমলে গৃহীত হয়েছে ৫০৪টি এবং এর মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৮৯২টি, স্থগিত ১টি এবং প্রক্রিয়াধীন আছে ১৩টি। এই পরিসংখ্যান আমাদের অন্বেষণ করতে অনুপ্রাণিত করে যে, কীভাবে আইনটিকে জনপ্রিয় করা যায়।

১. তথ্য অধিকার আইনের প্রসারে চ্যালেঞ্জগুলো

তথ্য অধিকার আইনটিকে কীভাবে আরো জনপ্রিয় করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার আগে এর প্রসারে চ্যালেঞ্জগুলো কী কী সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ তার পরিপ্রেক্ষিতেই জনপ্রিয় করার পন্থা আলোচনার ক্ষেত্রে উপলব্ধির জায়গাটা স্পষ্ট হবে। তথ্য অধিকার আইনের তিনটি ক্ষেত্রে– ডিমান্ড সাইড, সাপ্লাই সাইড এবং তথ্য কমিশনে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এখানে তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

ক. তথ্য চাহিদাকারী (Demand Side) অর্থাৎ– যারা তথ্যের জন্য আবেদন করে থাকেন, অন্য কথায় জনগণ। এই ডিমান্ড সাইডে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তাতে দেখা যায় যে–

- সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবীর মধ্যে আইনটির ব্যাপারে এখনো অজ্ঞতা রয়ে গেছে। যারা জ্ঞাত তাদেরও আইনটি চর্চায় অনীহা লক্ষ করা যায়।
- ছয় বছর পার হবার পরও আইনটি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জনগণের কাছ পৌঁছতে পারেনি। আইনের চর্চার মাধ্যমে যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই বিশ্বাসের ঘাটতি আছে এখনো।
- নাগরিকের আইনটির প্রতি মালিকানাবোধ সৃষ্টি না হওয়া, অর্থাৎ– আইনটিকে নিজের মনে না করা। বাংলাদেশে দাতাগোষ্ঠীর চাপে, কিছু এনজিও এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সুপারিশে আইনটি পাস হয়েছিল ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্ডিন্যান্স হিসেবে এবং পরে ২০০৯ সালে এটি পার্লামেন্টে পাস হয়। কিন্তু পার্লামেন্টে পাস হয় কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই। আইনটি জনগণের আন্দোলন বা চাহিদাপ্রসূত ছিল, এ কথা বলা যায় না। জনগণের এবং জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ছাড়া পাস হওয়া আইন মালিকানাহীনতার অন্যতম কারণ।

এরপর পৃষ্ঠা ১০-এ দেখুন ▶

◄ from page 1

Good Governance and Right to Information Act

accountability of the public sector, and tackling corruption, as essential elements of a framework within which economies can prosper." The IMF, through this view underlined that corruption within economies is caused by the ineffective governance of the economy, either too much regulation or too little regulation. As a result, it is generally accepted that to receive loans from the IMF, countries must have certain good governance policies, as determined by the IMF, in place.

The United Nations also emphasizes on good governance for achieving required reform in human development and political institutions. According to the UN, good governance has eight characteristics. It has to be: consensus oriented, participatory, follow the Rule of Law, be effective and efficient, accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive.

The World Bank is more concerned on the other hand with the reform of economic and social resource control. In 1992, it underlined three aspects of society which they feel affect the nature of a country's governance: 'type of political regime; process by which authority is exercised in the management of the economic and social resources, with a view to development; and capacity of governments to formulate policies and have them effectively implemented'.

The stipulations indicated in the preceding paragraphs can appear to be restrictive to some but these factors are stressed on because it is felt that there is a close link between poor governance and corruption. At the same time, concepts such as civil society, decentralization, peaceful conflict management and accountability are also used for defining the concept of good governance. Consequently, at times, emphasis on good governance is equated with promoting democratic government. In this context, one needs to underline the significant part that will have to be played by political parties within the democratic system. They have a pivotal role in the state's development, either negatively (e.g. organizing and instigating violence) or positively (e.g. by leading dialogue in a fractured society). However, differences in approach should not lead to a fractured situation. This can then affect governance and create instability. We need to understand that responsible behavior on the part of those associated with politics is a pre-requisite for economic development. The identifying of problem areas and discovering requisite solutions require sometimes a bi-partisan approach and open discussion within the Parliament. If this does not take place, it affects growth and potential foreign direct investment. It also leads to unnecessary recriminations that are best avoided than undertaken.

It would be worthwhile to refer here to Nayef Al-Rodhan and his proposed eight minimum criteria for ensuring good national governance. They are: 1) participation, equity, and inclusiveness, 2) rule of law, 3) separation of powers, 4) free, independent, and responsible media, 5) government legitimacy, 6) accountability, 7) transparency, and 8) limiting the distorting effect of money in politics. These factors can be also described as expressions of the fundamental values of democracy and more liberal constitutionalism.

Any discussion about good governance should also include references to corporate governance. Deterioration in standards within this framework can greatly affect good governance and the sense of responsibility and accountability within the broader context. I agree with Dipok Kumar Roy and his anxiety about the 'ill-equipped' structure that exists within Bangladesh's corporate governance infrastructure. This definitely reduces the ability of certain participants to successfully overcome inbuilt challenges. As a result, the management sometimes ends up not being completely accountable to the Board or the Board being accountable to the shareholders/ stakeholders. Opportunism and greed can lead to such deviation and this leads to erosion in values.

Good governance has been taken forward in Bangladesh with the adoption of the Right to Information Act, 2009 and the constitution of the Information Commission. This has facilitated transparency and accountability within the government institutions and Non-governmental Organizations which receive funding either from the government or from external partners (foreign funding). The Act does not however cover the corporate sector. This, by implication restricts the process of pro-active disclosure. This is a drawback that needs to be remedied. I believe that if the Act can be amended, it will then improve corporate governance and also reduce corruption.

No discussion about good governance will however be complete without touching on the important issues of- the relationship between the Executive and the Legislature and also the fundamental relationship between the Executive and the Judiciary. These Organs play a fundamental role not only in the upholding of human rights but also the fundamental principles and the fundamental rights as enunciated in the Constitution. It is this necessity that demands non-interference in the activities expected from each of these Organs. It is only through this that the hopes and aspirations of the people can be guaranteed. Politicization in their activities can only impair their performance.

Another important element that helps to strengthen good governance is decentralization. A top-down approach, without necessary dialogue with those at the grassroots level, can sometimes lead to wrong or misplaced strategic initiatives. A participatory decision making arrangement, after consultation with all stakeholders will be better for governance for all parties at different tiers. This is unfortunately forgotten at times and leads to complications.

One cannot conclude any discussion on the subject of good governance without referring to the need for establishing an Ombudsman, who can be impartial, rise above partisan politics and ensure accountability within the system of governance. Article 77 of our Constitution suggests that the Parliament may, by law, provide for the establishment of the office of Ombudsman. Consistent with this principle, the Ombudsman is expected to exercise such powers and perform such functions as Parliament may, by law, determine, including the power to investigate any action taken by a Ministry, a public officer or a statutory public authority. This concept has proven to be very successful in the Scandinavian countries, particularly in Sweden and has extended the reach of efficient and corruption-free governance in that nation. We should also seriously consider replicating this in Bangladesh. The presence of an Ombudsman would not only ensure true independence for bodies like the Anti-Corruption Commission and the Public Service Commission but also guarantee lack of external interference pertaining to their activities.

◄ from page 12

Scope of ICT in implementing RTI Act at the present context

Account. Initially system will have the following features that this module will comprise of:

- List of Applications/Complain/Appeal
- View of solved Applications/Complain/Appeal
- Search by date/designated officer/ organization/ text of all Application/Complain/ Appeal
- Service delivery process map
- IC Service News, Circulars, Notices
- RTI Act
- IC Service Manual

Dashboard & Report Management

An interactive and informative interface that shows sector-wise accurate and up-to-date information depending on the target viewer will be called Dashboard. It will help to monitor the progress of service delivery, the tracking of service delivery, statistical information viewing and maintenance Log viewing. Still this information varies depending on the users and the privileges assigned on him/her.IC will prepare different Reports depending on the purposes and targeted audiences. This system will include all the possible routine, non-routine reports.

Conclusion

Right to Information Act, 2009 is a milestone in the legal history of Bangladesh. This is the first act after independence of Bangladesh that ensures people's right to obtain information from the government officials and other organizations. This act covers all bodies owned, controlled or substantially financed either directly or indirectly by the government and NGOs and the principal bodies substantially funded by the government.

Right to Information Act, 2009 is indeed a great feat in terms of citizen's empowerment and its development, which needs huge push by the government and the associated bodies to be made popular among the masses. Now it is the responsibility of the media, civil society and different national and international NGOs to educate people about the RTI Act, 2009 so that people can make the best use of the law.

◄ ১ম পাতার পর

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

একটি আবেদন পাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন কি না, তা জানার জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে মতামত বা অনুমতি চাওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আবার তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে দিকনির্দেশনা চান। এভাবে উপজেলা পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে ঢাকার প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত মতামত, অনুমতি বা দিকনির্দেশনা চাওয়ার নজিরও তৈরি হয়েছে। শুধু তথ্য দেয়া হবে কি হবে না, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই এমন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তথ্যটি হয়তো কৃষি/মৎস্য/স্বাস্থ্য/ উন্নয়ন বা সামাজিক সুরক্ষাসংক্রান্ত সাধারণ তথ্য।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভীতি ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এমনটি হচ্ছে। তিনি হয়তো ভাবেন– তথ্য দিয়ে তিনি আবার কোনো বিপদে পড়েন কি না। দাফতরিক ক্ষেত্রে 'দাফতরিক গোপনীয়তা আইন' এবং সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার চর্চাও এর কারণ হিসেবে কাজ করছে। দীর্ঘদিন চলে আসা গোপনীয়তার সংস্কৃতি ও তথ্য প্রদান থেকে উদ্ভূত সমস্যা ও শাস্তির ভীতি থাকায় নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কোন কোন সময় তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে আবেদনকারীকে মৌখিকভাবে তথ্য দিচ্ছেন, যা তথ্য অধিকার আইনের আওতাবহির্ভূত। এতে প্রদত্ত তথ্য বিকৃত করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অন্যদিকে তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়যোগ্য রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে সরকার বঞ্চিত হয়।

তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভীতির দুটি দিক পরিলক্ষিত হয়েছে– একদিকে দাফতরিক গোপনীয়তা আইনসহ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর বিধি নম্বর ১৯ এবং তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪ ও ২৭।

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ১৯ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে 'Communication of official documents or information: A Government servant shall not, unless generally or specially empowered, by the Government in this behalf, disclose directly or indirectly to Government servants of other Ministries, Divisions or Departments, or to non-official persons or to the press, the contents of any official document or communicate any information which has come into his possession in the course of his official duties, or has been prepared or collected by him in the course of his duties, whether from official sources or otherwise.'

অন্যদিকে তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে '৪। তথ্য অধিকার।– এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।'

অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ২৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা–

(ক) কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোনো অনুরোধ বা আপিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে; বা (খ) এ আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে কিংবা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হলে; বা (গ) অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে; বা (ঘ) যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হয়েছে তা প্রদান না করে ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে; বা (ঙ) কোনো তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা আরোপ করতে পারবে, এবং

তথ্য কমিশন যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে উক্তরূপ কোনো কার্য করে কোনো কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তথ্য কমিশন উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এহেন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করতে পারবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারবে। উল্লেখ্য, এ ধারার অধীন পরিশোধযোগ্য কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913)-এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

আবেদিত তথ্য প্রদান করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে ২০টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; জনশৃঙ্খলা; জনগণের নিরাপত্তা; ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা; বিচারাধীন বিষয়াদি ও আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তাধীন বিষয়াদি; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই উপধারাগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে। আবেদন পাওয়ার পর চাহিত তথ্যটি কি প্রদানযোগ্য, নাকি ধারা ৭ অনুসারে 'প্রদান বাধ্যতামূলক নয়'– এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার জন্য কঠিন হচ্ছে। কারণ তার হাতে তথ্য অধিকার আইন থাকলেও এমন কোনো নিজস্ব দাফতরিক নির্দেশনা নেই, যা তাকে আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

এই ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা বা নির্দেশিকা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য সহায়ক হতে পারে। এসব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর ২৬৩ নম্বর নির্দেশে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণার্থে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদফতর, সংস্থা ও এর আওতাভুক্ত অফিসগুলো স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে এবং নাগরিকগণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।' মর্মে নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা যেহেতু ইউনিটের নিজস্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও জারিকৃত হবে, সেহেতু এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিশ্চিন্ত করবে এবং এটির অনুসরণ তার জন্য অনেক স্বস্তিদায়ক হবে। তথ্য প্রদানের জন্য যেমন তাকে কারো অনুমতি বা অনুমোদন নিতে হবে না, তেমনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হবে না। ফলে তার তথ্য প্রদানের ভীতি ও অনীহা দূর হবে বলে আশা করা যায়। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকাগুলোতে আপিল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়েও দিকনির্দেশনা থাকবে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা কী

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা হলো তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাগুলোর আলোকে প্রণীত কোনো কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা বা নির্দেশিকা বা পরিপত্র, যা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/অফিস তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে জনগণের কাছে তথ্য সরবরাহ/উন্মুক্ত করতে পারে। এই নীতিমালায় আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য প্রদান, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ অন্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধান সন্নিবেশিত থাকবে, যা অধীনস্থ সব দফতরের জন্য পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা কেন প্রয়োজন

প্রশ্ন উঠতে পারে, তথ্য অধিকার আইন/বিধি/প্রবিধিতেই তো এ-সংক্রান্ত সব বিধিবিধান রয়েছে। তাহলে আবার তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকার প্রয়োজন কেন?

- তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভীতি, দিকনির্দেশনার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, প্রজন্মপরম্পরা-বাহিত দাফতরিক গোপনীয়তার মানসিকতা ও এর চর্চা ইত্যাদি কারণে তথ্য প্রদান না করার যেসব ঘটনা ঘটছে তা দূর হবে।
- তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা ইউনিটের নিজস্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও জারিকৃত হওয়ার কারণে এটি তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিশ্চিন্ত করবে এবং এটির অনুসরণ তার জন্য অনেক স্বস্তিদায়ক হবে। তথ্য প্রদানের জন্য যেমন তাকে কারো অনুমতি বা অনুমোদন নিতে হবে না, তেমনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হবে না। ফলে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তার ভীতি ও অনীহা দূর হবে।
- তথ্যের শ্রেণিবিভাগ করে কর্তৃপক্ষ কোন কোন তথ্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন মাধ্যমে প্রকাশ করবে, কোন তথ্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদান করবে, ধারা ৭-এর বিধান সাপেক্ষে কোন তথ্যগুলো প্রদান করবে না, ইত্যাদি এই নীতিমালা/নির্দেশিকায় তার তালিকা সুনির্দিষ্ট করা হবে বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন সহজতর হবে।
- তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকায় কর্তৃপক্ষের ধরন ও কার্যক্রমের ভিন্নতা এবং তথ্যগুলোর চরিত্রগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়ে তথ্য অধিকার আইন ও এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা/প্রবিধানমালার আলোকে তথ্য প্রদান ও প্রকাশসংক্রান্ত বিধানসমূহ সুনির্দিষ্ট করা সহজ হবে।
- দাফতরিক গোপনীয়তা আইনসহ অনুরূপ অন্যান্য আইন বা বিধিমালার বিধান অনুসরণে তথ্য গোপন করার প্রচলিত চর্চা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত হওয়ায় এই নীতিমালা/নির্দেশিকার বিধানগুলো অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য সহজতর হবে।
- নীতিমালা/নির্দেশিকায় আপিল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়েও দিকনির্দেশনা থাকায়, তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।
- নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তার অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিকে সুদৃঢ় করতে পারবে, যা কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক।
- একটি কার্যকর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও এর অনুসরণ যথাযথ নাগরিক সেবা প্রদানে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার পরিচায়ক। এটি কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্যে নাগরিকের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করে।

তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে, জনগণ সেটিকে ব্যবহার করছে। আমাদের বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন খুবই জনপ্রিয় হবে। এজন্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা, প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের পক্ষে সদিচ্ছার প্রমাণ রাখা এবং অন্যের জন্য অনুসরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করা। পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৬৩ নম্বর নির্দেশ অনুসরণপূর্বক নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণার্থে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাগুলো কর্তৃক তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জারি করা হলে এর আওতাভুক্ত অফিসগুলো তা অনুসরণ করে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মর্মে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

RTI : the people's law

Farid Hossain, CEO, Infocus and Correspondent, Time Magazine, USA

Chowgacha in Jessore district has the distinction of being the first in two historic events. The farming region on the bank of River Kapatakhya is the birthplace of the indigo rebellion against the English colonialists. It is also known as the gateway of Bangladesh's 1971 liberation from Pakistan as the area was the first Bangladesh territory to be liberated on November 23, weeks before Dec. 16 victory in the nine-month War of Liberation.

Over four decades later Chowgacha became the first upazila to host the country's first-ever RTI Camp aimed at making the people better aware of the 2009 law that has empowered the citizens with the right to get any information they need from the government organizations, NGOs and any institutions that get funds from the government and donors (local and foreign).

The five-day camp opened at Sighajhuli village (also a union) on August 22 (Saturday) at the premises of a secondary school named after Shaheed Mashiur Rahman, who was killed by the invading Pakistani troops during one of the several battles. Presided over by Dr. Md. Humayun Kabir, Deputy Commissioner of Jessore, the inaugural session was addressed by Chief Information Commissioner Mohammed Farooq as the chief guest. Information Commissioner Nepal Chandra Sarker and Secretary of Cabinet Division (Coordination and Reforms) Md. Nazrul Islam attended the colourful function as the special guests with Hasibur Rahman, Executive Director of Management and Resources Development Initiative (MRDI) delivering the address of welcome. MRDI organized the camp in support with Manusher Jonno Foundation (MJF) and JANAK, a voluntary organization of local citizens who motivate the villagers about RTI and its role in ensuring citizens' welfare and improving their lives. Also spoke at the function Chowgacha UNO Shusoma Sultana.

Speakers at the function had a common message: an effective use of RTI Act will strengthen the practice of democracy at all levels of society by ensuring accountability of the authorities to the citizens and making their activities transparent that at the end reduces(or ends) corruption. RTI is a tool that citizens can use to get information held by the government agencies and NGOs that affect their lives. Citizens have many things to know from the government agencies and NGOs. They are entitled to know why doctors at government hospitals are not regular in their duty; why doesn't a helpless widow get the benefits she is supposed to receive under the government's social safety network; what is the procedure the Managing Committee of a school (that gets government funds) follow in the appointment of a head teacher and why has a road broken down only months after it has been built. What is the list of the vested property in the upazila? Genuine questions which look simple to answer. But answers are not always available. There are officials who either are too afraid to provide information to the people or avoid giving it to hide corruption or irregularities. Some do it simple in abuse of their authority.

What is encouraging to note that this time the government has come forward to break the culture of secrecy. That's why RTI law has a provision of pro-active disclosure. This means government organizations and NGOs are required by the law to disclose information (except those barred by the law) on their own initiative instead of waiting for the citizens to ask for it. Most importantly, RTI has provided the citizens with the right to make the authorities accountable to them about the issues that affect their lives. In the process there are two sides: the supply side where sit the government and NGOs and the demand side which comprises the public.

As Md. Nazrul Islam says, the supply is ready to meet the demand of the citizens through the appointment of 22,000 Designated Officers who are tasked to deal with the information-seeking citizens. It's now time to make the citizens aware of their rights and motivate them to seek the information so the authorities can't do anything wrong and avoid disclosing information.

"RTI is a fulfillment of one of the commitments of the government," says Nepal Chandra Sarker. There are, he says, three aspects of the law: pro-active disclosure, information received through petition and restrictions on giving some information related to national security and relations with friendly countries.

In summing up the theme of the law Mohammed Farooq says, "RTI is a means to ensure good governance."

What does the good governance mean? It means rule of law, a transparent and accountable administration and a corruption-free society where taxpayers' money is spent fairly for the welfare of the people.

"Chowgacha is not the end of the promotion of RTI through such camps", says Hasibur Rahman. "Rather it is the beginning of more such camps."

During the camp 30 underprivileged people _ day labors, landless peasants, poor students_ were first told how the use of RTI can change their lives for the better. In the next step they were taught how to seek information from the authorities and what to do if the information is denied. This was done in an innovative and creative way through the use of music, games, videos and posters so the lessons become attractive and easy to learn.

An immediate impact of the camp has been the submission of 38 petitions to various government offices, including the UNO, and some NGOs. The petitions have all been related to public services. One applicant, for example, wanted to get from the land office a list of the vested property in the upazila, how it was distributed and who have been the recipients. Another wanted to know from the upazila agriculture office the amount of seeds it received last year and how they were distributed.

"RTI has become almost a household word for the people of Chowgacha thanks to the camp," says Hamidul Islam Hillol, Senior Programme Officer of MRDI involved in its RTI project. "This has been a significant outcome of the camp."

The write up was published
in the OP-ED page of The Daily Star

এমআরডিআই-এর কর্মকাণ্ড

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় Promoting citizen's access to information এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় Strengthening Implementation of RTI Act and make the resource available to practitioners-এর আওতায় এমআরডিআই বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে। এসব কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক
শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সাম্প্রতিক সময়ে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পৌরনীতি ও নাগরিকতা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-এ তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র সুসংহত করার শক্তিশালী হাতিয়ার তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এটি একটি অনন্য উদ্যোগ।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিকভাবে পাঠদানের জন্য যে সম্মানিত শিক্ষক বিষয়টি পড়াবেন তাকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা আবশ্যক। তাই এমআরডিআই প্রকল্প এলাকা যশোর ও বরিশালের ১২টি উপজেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদান করেন, তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে। আয়োজনে সহযোগিতা করে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিস।

একই সঙ্গে শিক্ষাদানে সহায়ক হিসেবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের এবং প্রতিটি স্কুলের লাইব্রেরিতে তথ্য অধিকার আইনের কপি, তথ্য আইন সহায়িকা এবং বেসরকারি সংস্থা ডি.নেট নির্মিত এ আইনসংক্রান্ত একটি স্বশিক্ষণ ভিডিও সরবরাহ করা হয়।

বরিশালে দুই ব্যাচে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. নজরুল ইসলাম, বরিশালের জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল আলম, বরিশালের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোসাম্মৎ লুৎফুন নাহার আফরোজ, এমআরডিআই নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

যশোর জেলার ছয়টি উপজেলায় ধারাবাহিক শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন যশোর জেলা প্রশাসক ড. মো. হুমায়ুন কবীর।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
শিখন পদ্ধতি নিরূপণ কর্মশালা

সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর অনলাইন প্রশিক্ষণ কৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ৬৪টি জেলার, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

একাডেমিক লেকচার সেশন, দলগত কাজ ও উপস্থাপনা, প্লেনারি সেশন এবং মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইনের মিশ্র (Blended) শিখন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

কর্মশালার প্লেনারি সেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক। এ ছাড়াও কর্মশালার প্ল্যানারি সেশনে এবং কর্মশালার সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. নজরুল ইসলাম। এ কর্মশালায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৬৩ জন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর ৫৬ জন দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশ নেন।

তথ্য প্রকাশ
তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা হস্তান্তর এবং মতবিনিময় অনুষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পাঁচটি মন্ত্রণালয় (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) এবং এসব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ও অধীনস্থ দফতর/সংস্থাগুলো তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তাদের তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার সহজতর করতে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ ও এমআরডিআই এই নীতিমালাগুলো প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৪২টি তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৩টি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়, ১টি সংস্থা তাদের মন্ত্রণালয়েরটি অনুসরণ করবে এবং ১টি খসড়া প্রণয়নের পর্যায়ে আছে।

গত ২৯ আগস্ট ২০১৫ সকাল ১০টায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ ও এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে সম্পন্নকৃত নীতিমালা/নির্দেশিকাগুলো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে এই নীতিমালা গ্রহণ করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা। তার হাতে নীতিমালা/নির্দেশিকাগুলো তুলে দেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক এবং এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় এবং সংস্কার) মো. নজরুল ইসলাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম এবং সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড লিগ্যাল অ্যান্ড হিউমান রাইটস স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার মঞ্জুর হাসান ওবিই।

এ ছাড়া এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, উপসচিবসহ পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের দফতর/সংস্থাগুলোর বিভাগীয় প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রণীত নীতিমালাগুলো মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে হস্তান্তর উপলক্ষে আয়োজন অনুষ্ঠানে অতিথি ও বক্তাদের বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

‘তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন কিন্তু এই আইন জনগণ এখনো বুঝতে পারছে না। জনগণ যখন আইনটি বুঝবে তখন তারা এটা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করবে।’

‘দেশে যত আইন আছে তার সবই জনগণের ওপর প্রয়োগের জন্য। কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর প্রয়োগ করে। তথ্য অধিকার আইন একমাত্র আইন যা জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করতে পারে।’

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘আইন প্রণয়নের চেয়ে আইনের বাস্তবায়ন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। তথ্য অধিকার আইন এমন একটি আইন, যার বাস্তবায়ন আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং এবং আরো বেশি সুদূরপ্রসারী হবে। কারণ আমাদের প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেক বেশি পুরোনো। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন নতুন একটি আইন। নতুন কিছুর বাস্তবায়ন সব সময়ই চ্যালেঞ্জিং।’

‘এই আইনটি করা হয়েছে নাগরিকদের জন্য, কিন্তু সেই নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে। অধিকারটি কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে তা তাঁরা জানেন না। তাঁরা জানেন না যে তাঁরা তথ্য চাইতে পারেন, পেতে পারেন।’

‘ক্লাসিফাইড তথ্য আমরা দেব না। কিন্তু সরকারের সব তথ্যের মধ্যে ক্লাসিফাইড তথ্য খুবই নগণ্য। আমার মতে, ১ শতাংশেরও অনেক কম। সুতরাং এটি নাগরিককে খুব একটা প্রভাবিত করার কথা নয়।’

আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

‘একটি গণতান্ত্রিক সরকারের নির্দেশনায় তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে সরকারের চরম রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে। এটার বাস্তবায়ন হবেই। আমরা সবাই মিলে এটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি।’

‘আমাদের দেশের এনজিও যে বিদেশি টাকা আনছে, ওটিও জনগণের টাকা। সরকারি টাকার মতো ওই টাকার ব্যয়ের হিসাবও সাধারণ মানুষের জানার অধিকার আছে। আমি অনুরোধ করব, যেভাবে আমরা সরকারি দফতরের তথ্য নিয়ে কথা বলছি, একইভাবে সমগুরুত্ব দিয়ে আমাদের বেসরকারি সংস্থার তথ্য প্রকাশ নিয়ে কথা বলতে হবে।’

মো. নজরুল ইসলাম
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

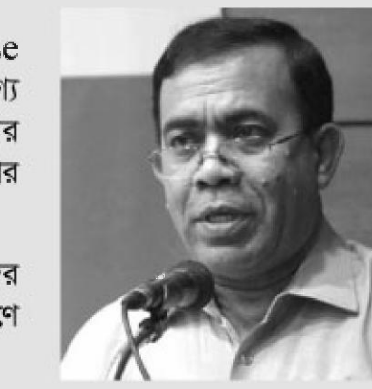

‘মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে আমরা একটা Exercise করেছিলাম। অংশগ্রহণকারীদের বলেছিলাম, আপনারা আপনাদের অফিসের স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য একটা করে তথ্যের নাম বলেন। ২৫ জনের প্রত্যেকেই একটি করে খুব দ্রুত বলে ফেললেন। এরপর যখন বললাম একটি করে বিষয় বলেন যেটি আপনি প্রকাশ করবেন না। তখন সবাই মিলে এক-দুইটার বেশি বলতে পারেননি। এটা প্রমাণ করে, প্রায় সব তথ্য আমাদের দিয়ে দেবার কথা।’

‘এই নীতিমালা আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। তথ্য দেয়া আমাদের কোন সমস্যা নয়। তথ্য আমাদের কাছে গোছানো অবস্থায় নেই এটাই মূল সমস্যা। তথ্য গুছিয়ে রাখার জন্য, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে এই নীতিমালা আমাদের খুব সহযোগিতা করবে।’

অধ্যাপক ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

‘বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সরকার এবং সরকারের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কিত সব প্রশাসনকে গণমুখী করে তোলার জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন। প্রশাসনের অন্দরে প্রত্যেকটি কুঠুরিতে জনগণ যাতে প্রবেশ করতে পারে, সেজন্য জনগণের হাতে এই আইনটি চাবিস্বরূপ। এটি দুয়ার খোলার আইন।’

‘বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য একটি মজবুত ভিত্তি প্রয়োজন। উন্নয়ন পরিকল্পনা শুধু গ্রহণ নয়, শুধু পদক্ষেপ নয়, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নত প্রশাসন আবশ্যক। তথ্য অধিকার আইন হয়েছে একটি উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য।’

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

‘অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব সব সময় চলে আসে। এটা উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হয়। আমরা আমাদের অধিকার চাইব, অপর পক্ষে আমাদের কী কর্তব্য আছে তা বুঝব না, সেটা হয় না।’

‘সরকার ও বেসরকারি সংগঠন আমরা সবাই চাইছি দেশে তথ্যের অবাধপ্রবাহ; চাইছি সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরা টেবিলের দু'পাশে বসে আছি। আমরা টেবিলের এক পাশেই আছি এবং মিলেমিশে কাজ করছি।’

মঞ্জুর হাসান, ওবিই
নির্বাহী পরিচালক,
সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড লিগ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ

‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা না বলে আমি এটার একটা নাম দিতে চাই। আমি এটাকে বলতে চাই ট্রান্সপারেন্সি চার্টার। এই নীতিমালার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দফতরগুলো নাগরিকের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে আমরা এই তথ্যগুলো দেব, এই পন্থায় দেব। এটা একটা চার্টারের মতো। এই ট্রান্সপারেন্সি চার্টারের আন্দোলন আজ এখান থেকে শুরু হলো।’

‘সহজে ব্যবহারযোগ্য পন্থায় তথ্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ যাতে হয়, এটা যেন খুব সহজ পন্থায় সময়মতো পাওয়া যায়, তথ্য না পেলে মানুষ যেন আপিল অভিযোগ করতে পারে, তথ্য যেন গোছানো অবস্থায় থাকে– এসব কিছুর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারে এই তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা।’

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

‘তথ্যের আবেদন পাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। তাই তথ্য প্রদানে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষা করেন। তথ্য প্রদানসংক্রান্ত ভীতি ও দিকনির্দেশনার অভাব, দাফতরিক প্রজন্মবাহিত এবং চিরাচরিত গোপনীয়তার সংস্কৃতির কারণে এমন ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ দিকনির্দেশনা পান না, যা তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা নিজস্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত হওয়ায় তা অনুসরণ করা এবং সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য সহজ ও স্বস্তিদায়ক হয়।’

‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা সরকারি কর্মকর্তাদের দাফতরিক গোপনীয়তা আইনের দীর্ঘ চর্চাজনিত মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করবে।’

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

‘দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা মনে করেন– তথ্যটা যদি আমি দিয়ে দিই, তাহলে আমার কোনো অসুবিধা হয় কি না বা কোনো বিপদে পড়ি কি না। তাই আমরা চিন্তা করেছি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত একটা গাইডলাইন জারি হলে সেই গাইডলাইন অনুসরণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন অনেক সহজ হবে।’

‘অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি যারা উপস্থিত আছেন, তাদের আমি অনুরোধ জানাব তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যে নির্দেশিকাটি তৈরি হয়েছে তা অনুসরণ করে নিজ উদ্যোগে আপনারা নীতিমালা প্রণয়ন করবেন এবং এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাবে।’

এমআরডিআই-এর কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশে প্রথম

তথ্য অধিকার ক্যাম্প

প্রান্তিক মানুষকে তথ্য অধিকার আইনের সুফল বিষয়ে সচেতন এবং আইন ব্যবহারে সক্ষম করে তুলতে এমআরডিআই ও জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) যৌথভাবে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী ইউনিয়নে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য একটি পাঁচ দিনের 'তথ্য অধিকার ক্যাম্প'-এর আয়োজন করে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার চর্চার ইতিহাসে তথ্য অধিকার ক্যাম্পের আয়োজন এই প্রথম। এই ক্যাম্পে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৩০ জন নারী-পুরুষ অংশ নেন। এদের কেউ কৃষিশ্রমিক, কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফেরিওয়ালা, গৃহিণী বা বেকার যুবক। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পরিচালিত 'প্রোমোটিং সিটিজেনস একসেস টু ইনফরমেশন' প্রকল্পের আওতায় এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

পাঁচ দিনের এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন শেখানোর চেয়ে তথ্য সাধারণ মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন আনতে পারে তা শেখানোয় বেশি মনোযোগ দেয়া হয়, যা তাদের এই আইনের ক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছে এবং আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে।

২৩ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত পাঁচ দিনব্যাপী ক্যাম্পের প্রথম দিনেই অংশগ্রহণকারদের মধ্যে এক ধরনের উচ্ছলতা লক্ষ করা যায়। তারা বুঝতে পারে যে এত দিনে তাদের অধিকার আদায়ের একটা বড় হাতিয়ার তারা পেয়েছে। গ্রামের একজন সাধারণ গৃহিনীও গভীর মনোযোগে শিখে নিচ্ছেন অধিকার আদায়ের এই মোক্ষম অস্ত্রটির ব্যবহার। তাদের উৎসাহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ক্যাম্পের লক্ষ্য অর্জনের পথটিকে সহজ করে দেয়।

ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি এলাকায় সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। অনুষ্ঠানে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি আইন ব্যবহারের বিষয়ে মানুষকে সাহসী করে তোলে। ২২ আগস্ট সিংহঝুলী ইউনিয়নের শহীদ মসিয়ূর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্যাম্পের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মোঃ নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন যশোরের জেলা প্রশাসক ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ শহীদ আবু সরোয়ার, চৌগাছা উপজেলার উপজেলা চেয়াম্যান এস এম হাবিবুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুষমা সুলতানা ও সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ রেজাউর রহমান রেন্দু।

অনুষ্ঠানে এলাকার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ, শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পের শেষ দুই দিনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে জীবনঘনিষ্ঠ তথ্য চেয়ে অংশগ্রহণকারীরা আবেদন করেন। অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই তাদের আবেদনের বিষয় নির্ধারণ করেন, যা ছিল তাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা থেকে নেয়া। আবেদন জমা দেয়া শেষে অভিজ্ঞতা বিনিময় থেকে জানা যায়, সরকারি দফতরগুলো আবেদন গ্রহণে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাদের পূর্বসচেতনতা রয়েছে। বরং বেসরকারি সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে উলটো চিত্র লক্ষ করা যায়। আবেদনকারীদের মনে হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জাতীয় বেসরকারি সংগঠনগুলোর স্থানীয় কার্যালয় এবং স্থানীয় বেসরকারি সংগঠনগুলো যথেষ্ট সচেতন নয় এবং তাদের অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। একটি বেসরকারি সংগঠন আবেদন গ্রহণ না করে আবেদনকারীকে ফিরিয়ে দেয়। ক্যাম্পের অংশগ্রহণকারীরা শেষ দুই দিনে জীবনঘনিষ্ঠ তথ্য চেয়ে মোট ৩৯টি আবেদন করেন। ক্যাম্প শেষ করে চলে আসার পরও অংশগ্রহণকারীরা আরো কয়েকটি আবেদন করেছেন। এ ধরনের অব্যাহত উদ্যোগ তৃণমূলে তথ্য অধিকার আইনকে জনপ্রিয় করতে কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ মানুষকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন ও আইন ব্যবহারে সক্ষম করে তোলার জন্য এই ধরনের ক্যাম্পের আয়োজন একটি কার্যকর ও ফলদায়ী পন্থা হতে পারে।

তথ্য অধিকার ক্যাম্প থেকে কোন কোন অফিসে কী কী তথ্য চাওয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, চৌগাছা, যশোরে তিনটি আবেদন :

- গত ঈদুল ফিতরে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণকৃত চাউলের পরিমাণ ও বিতরণের মাস্টাররোলের কপি।
- চৌগাছা উপজেলায় সক্রিয় বেসরকারি সংগঠনের তালিকা ও ১৪-১৫ অর্থবছরে উপজেলায় অনুষ্ঠিত এনজিও সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীগুলো।
- চৌগাছা উপজেলা মিলনায়তন সংস্কারে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ এবং খাতভিত্তিক খরচের বিবরণ।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, চৌগাছা, যশোরে চারটি আবেদন :

- উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নাম ও পরিমাণসহ বরাদ্দকৃত ওষুধের তালিকা। কাকে কাকে কী ওষুধ দেয়া হয়েছে তার তালিকা।
- চিকিৎসকদের দায়িত্ব পালন পরিকল্পনার কপি এবং নির্দিষ্ট সময়ে কোন চিকিৎসক কোথায় দায়িত্ব পালন করেছেন, সে-সংক্রান্ত তথ্যের কপি।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কী কী স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয় এবং দরিদ্র মানুষ কীভাবে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে সে-সংক্রান্ত তথ্য।
- মাতৃত্বকালীন সেবা কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য এবং এ-সংক্রান্ত প্রকল্পের বিস্তারিত বাজেট।

উপজেলা ভূমি অফিস, চৌগাছা, যশোরে একটি আবেদন :

- জগন্নাথপুর গ্রামের অর্পিত সম্পত্তির তালিকা (দাগ ও খতিয়ান নম্বরসহ)। এ সম্পত্তি কারা, কেন কীভাবে ভোগ করছে, ভোগের বৈধতা না থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে-সংক্রান্ত তথ্য।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, চৌগাছা জোনাল অফিস, যশোরে দুটি আবেদন :

- গ্রামে বিদ্যুৎসংযোগ প্রদানসংক্রান্ত তথ্য, বিদ্যুৎ পেতে খরচ এবং খরচের খাত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। বিদ্যুৎ পাওয়ার নিয়মাবলি এবং সে-সংক্রান্ত সরকারি আদেশের কপি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, চৌগাছা, যশোরে একটি আবেদন :

- সরকারি বই বিতরণের সময় শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে কোনো টাকা নেয়ার নিয়ম আছে কি না, থাকলে সে-সংক্রান্ত সরকারি আদেশের কপি।

উপজেলা শিক্ষা অফিস, চৌগাছা, যশোরে একটি আবেদন :

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর তালিকা। উপবৃত্তির জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ, সে-সংক্রান্ত নির্দেশনা, নিয়মাবলি পরিপত্রের কপি।

উপজেলা কৃষি অফিস, চৌগাছা, যশোরে একটি আবেদন :

- কৃষকদের সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তার মাঠ পরিদর্শনসংক্রান্ত তথ্য, Field movement register-এর কপি।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যেসব কৃষককে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের নাম ও ঠিকানাসহ তালিকা।
- এই সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শন বাবদ যে টাকা গ্রহণ করেছেন তার হিসাববিবরণী এবং বিল ভাউচারের কপি।

চৌগাছা থানা, যশোরে একটি আবেদন :

- থানায় জিডি করার নিয়মাবলি, জিডি করতে টাকা লাগে কি না, লাগলে টাকার পরিমাণ।
- পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য কোনো টাকা প্রদান করতে হয় কি না, হলে তার পরিমাণ। যেসব ব্যক্তির পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা হয়েছে তার নামের তালিকা।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, চৌগাছা, যশোরে একটি আবেদন :

- যুব উন্নয়ন অফিস থেকে যুবকদের উন্নয়নে কী কী কার্যক্রম রয়েছে।
- আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিয়মাবলি এবং সহায়তা গ্রহণকারী নির্বাচনের পদ্ধতি ও নিয়মসংক্রান্ত সব তথ্য।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যারা আর্থিক সহায়তা পেয়েছে কী শর্তে কত টাকা পেয়েছে তা উল্লেখপূর্বক তাদের নামের তালিকা।

বেড় গোবিন্দপুর বাঁওড় অফিসে একটি আবেদন :

- ডাইনার বিল সংস্কার, মৎস্য চাষসহ অন্যান্য খাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- এই টাকা কোন খাতে খরচ হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রয়োজনীয় বিল ভাউচারের কপি।

৩ নম্বর সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদ, চৌগাছা, যশোরে ১৬টি আবেদন :

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩ নম্বর সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটের কপি ও উপযুক্ত বাজেটে খাতভিত্তিক সরকারি অর্থায়ন ও ইউনিয়নের নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ।
- ইউনিয়ন পরিষদের খাতভিত্তিক ব্যয় বিবরণী।
- ইউনিয়ন পরিষদে কতটি ভিজিডি/ভিজিএফ/বয়স্ক ভাতা/বিধবা ভাতা/ প্রতিবন্ধী ভাতার বরাদ্দ, কতজন পায় তাদের ঠিকানাসহ গ্রামভিত্তিক নামের তালিকা।
- ভিজিডি/ভিজিএফ/বয়স্ক ভাতা/বিধবা ভাতা বিতরণ ও এর সুবিধাভোগী নির্বাচনের নীতিমালা /পরিপত্র/নিয়মাবলি/অফিস আদেশের কপি।
- ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম/ওয়ার্ডের রাস্তা মেরামত/পাকা করাসংক্রান্ত তথ্য।
- রিলিফের চাল বিতরণ ও সুবিধাভোগী নির্ধারণের ভিত্তি।

- ইউনিয়নে টিউবওয়েল বরাদ্দের পরিমাণ ও বরাদ্দপ্রাপ্তদের নাম-ঠিকানাসহ তালিকা। টিউবওয়েলের বরাদ্দের উপকারভোগী নির্ধারণের নিয়মাবলি/নীতিমালা।
- ইউনিয়ন টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষার জন্য চলমান কর্মসূচিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং কোথায় কোথায় আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে তার তালিকা।

ব্র্যাক, চৌগাছা অফিস, যশোরে দুটি আবেদন :

- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার শর্তগুলোর কপি, অফিস আদেশের কপি ঋণগ্রহীতাদের যে শর্তে ঋণ দেয়া হয় তার কপি।
- চৌগাছা উপজেলার জগন্নাথপুর, জাহাঙ্গীরপুর এবং গরিবপুর গ্রামে এই প্রকল্পের অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ঠিকানাসহ নামের তালিকা।
- ব্র্যাকের যক্ষ্মাবিষয়ক যে প্রকল্প চালু আছে সেই প্রকল্পের অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব ও অনুমোদিত বাজেটের কপি।

ব্যুরো বাংলাদেশ, চৌগাছা, যশোরে একটি আবেদন :

- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রদত্ত শর্তগুলোর কপি, অফিস আদেশের কপি। প্রকল্পের ঋণগ্রহীতাদের যে শর্তে ঋণ প্রদান করা হয় তার কপি।
- চৌগাছা উপজেলার জগন্নাথপুর, জাহাঙ্গীরপুর ও গরীবপুর গ্রামের এই প্রকল্পের অধীন ঋণগ্রহীতাদের ঠিকানাসহ নামের তালিকা।

আশরাফ ফাউন্ডেশন, চৌগাছা, যশোরে একটি আবেদন :

- পরিচালিত প্রতিবন্ধী প্রকল্পের অনুমোদিত প্রকল্পপ্রস্তাব ও অনুমোদিত বাজেটের কপি।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, চৌগাছা অফিস, যশোরে দুটি আবেদন :

- দাতাসংস্থার নামসহ চৌগাছা উপজেলায় চলমান প্রকল্পের নামের তালিকা। প্রকল্পগুলোর অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব ও বাজেট।
- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ প্রদত্ত শর্তগুলোর কপি, অফিস আদেশের কপি। ঋণগ্রহীতাকে যে শর্তে ঋণ প্রদান করা হয় তার কপি। জামলতা গ্রামের এই প্রকল্পের অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ঠিকানাসহ তালিকা।

আশা, চৌগাছা অফিস, যশোরে একটি আবেদন :

- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার।
- চৌগাছা উপজেলা সিংহঝুলী ও মাজালি গ্রামে এই প্রকল্পের অধীনে ঋণগ্রহণকারীর তালিকা।
- এই প্রকল্পের ঋণ গ্রহণের জন্য যে শর্ত দেয়া হয় তার কপি।

◄ ২য় পাতার পর

তথ্য অধিকার আইনকে জনপ্রিয় করার পদ্ধতিসমূহ

- আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে নারীদের সমমর্যাদার জমিন এখনো অসমান। তাই, নারীদের মধ্যে এই আইনের প্রসার কম। কারণ তাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও চলাচলের স্বাধীনতার অভাব। জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ তাই এই আইনের সুবিধালাভে বঞ্চিত।
- কোথায় এবং কী প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে হবে জনগণ এখনো ঠিকমতো জানে না। জনগণকে জানানোর জন্য সঠিক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে।
- তথ্য অধিকার আবেদনপত্র প্রেরণ, ফলোআপ খরচ এবং যাতায়াত খরচ বহন করার মত ক্ষমতা না থাকা। তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে ফটোকপি, ডাকখরচ, যাতায়াত ও যোগাযোগের জন্য কিছু পরিমাণে হলেও অর্থের প্রয়োজন। অনেকের সেই সামর্থ্য থাকে না, ফলে তথ্য আবেদনের পরিমাণ হয় কম।
- মনস্তাত্ত্বিক মূল্য। সরকারি কর্মকর্তাদের বিরোধিতা, হুমকি ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করতে জনগণকে যে ভোগান্তি পোহাতে হয়, তারও মূল্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সরকারি অফিসে যেতে, কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। সরকারি কর্মকর্তাদের জনগণকে হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শন একটি বড় বাধা। এই বিষয়গুলো এখনো বিদ্যমান।

খ. তথ্য প্রদানকারী (Supply Side) – যারা তথ্য প্রদান করবে অর্থাৎ– সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষগুলো। এখানেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। যা কিনা তথ্য অধিকার আইনের প্রসারে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। যেমন–

- আইনটি প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারের যে ধরনের কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া জরুরি ছিল, গত ছয় বছরের কার্যক্রমে তার অভাব পরিদৃষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে এই ব্যাপারে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই ছয় বছরের অভাব বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলির কারণে তথ্য আবেদনগুলো সময়মতো নিষ্পত্তি হতে সমস্যা হয়।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আইনের ওপর যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং ফলোআপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা, অর্থাৎ– ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের অভাব।
- আমলাতন্ত্রের বিদ্যমান মাইন্ডসেট, বিশেষ করে গোপনীয়তার সংস্কৃতির চর্চা করা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট অভিযোগ আছে।
- সরকারি অফিসে তথ্য রেকর্ড ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঘাটতি। বিশেষ করে, অফিসগুলোতে রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট-সহায়ক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা। যেমন– কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার এবং ওয়েবসাইটে প্রবেশাধিকারের সুযোগ কম থাকা।
- সম্পদ এবং অবকাঠামোর অপ্রতুলতা। অফিসে পর্যাপ্ত স্টাফ না থাকা।
- 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার' পর্যাপ্ত ক্ষমতা না থাকা। সাধারণত সরকারি অফিসে নিম্ন পদের কর্মকর্তাদের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' করার ফলে তারা তথ্য দিতে ভয় পায় এবং তথ্য দেবার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। এ ছাড়াও তথ্য সংগ্রহ এবং ডিসক্লোজ করা তাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আইনে তাদের যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে বাস্তবে তা তারা ব্যবহার করতে অপারগ।
- সময়মতো তথ্য দিতে না পারলে তথা অদক্ষতার জন্য জরিমানা দিতে হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কিন্তু দক্ষতার জন্য কোনো পুরস্কার নেই।
- স্বেচ্ছায় তথ্য প্রকাশের যে বাধ্যবাধকতা আইনে উল্লেখ আছে তার প্রকাশ যথাযথ নয়। বিশেষ করে, প্রতিটি অফিসের নোটিশবোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ঠিকানা টাঙিয়ে দেবার কথা, কিন্তু এর যথেষ্ট ব্যত্যয় ঘটে থাকে।

গ. তথ্য কমিশন ডিমান্ড ও সাপ্লাই সাইডের মধ্যেকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকেন। প্রধানত তথ্য আবেদনকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য কমিশন এ কাজ করে থাকেন। এখানে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তা হচ্ছে–

- তথ্য কমিশনের জনবান্ধব ভূমিকার অভাব। তথ্য কমিশনে শুনানির জন্য সাধারণ নাগরিককে দূর-দূরান্ত থেকে আসতে হয়। কিন্তু অনেক সময় সাপ্লাই সাইডের গরহাজিরার কারণে শুনানি স্থগিত করা হয়। এটি সাধারণ নাগরিককে তথ্য কমিশনে অভিযোগ প্রেরণে অনুৎসাহিত করে থাকে।
- আইনে আপিল কর্মকর্তার ব্যর্থতার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, ফলে আপিল কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে যে ব্যত্যয় ঘটে থাকে, তার কোনো জবাবদিহি নেই। এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি ছিল কিন্তু তা এখনো পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। বিষয়টি আইনের চর্চাকে স্থবির করতে সহায়ক।
- তথ্য কমিশনের অধিকাংশ কর্মকর্তার সরকারের প্রতি নির্ভরশীলতা। এর কারণ এসব কর্মকর্তারা সরকারি অফিস থেকে প্রেষণে এসে স্বাধীন তথ্য কমিশনে কিছুদিনের জন্য কাজ করে থাকেন এবং পুনরায় সরকারি অফিসে প্রত্যাবর্তন করেন। এর ফলে তাদের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া কঠিন হয়ে যায় এবং সরকারি কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্বসুলভ মানসিকতা কাজ করার সম্ভাবনাও থেকে যায়। যা কিনা আইনের মূল লক্ষ্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মানসিকতা তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়।
- আইনের মূল লক্ষ্যের দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে এর প্রায়োগিক দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঠিক নাম ও পদবি অনুযায়ী আবেদন না করায় অনেক আবেদন বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে আবেদনকারীরা পুনরায় আবেদন করতে উৎসাহ বোধ করেন না।
- আবেদনপত্র সহজ না করে আরো জটিল করে তোলা। আইনের বিধিমালায় যেভাবে আবেদন করার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে তথ্য কমিশন দ্বারা তার মধ্যে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার' নাম ও পদবি সংযুক্ত করে আবেদনপত্রের ফরমকে জটিলতর করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য।
- বিভিন্ন সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ক্রমাগত আইন ভঙ্গ করা সত্ত্বেও তথ্য কমিশনের জরিমানা না করা অর্থ আইনের কার্যকারিতা দুর্বল করা। ছয় বছর পরও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

২. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব ছাড়াও আরো অনেক সমস্যা বিদ্যমান। মোটা দাগে বলা যায় যে, এসব সমস্যা দূর করলেই দেশে তথ্য অধিকার আইন জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি এবং দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এখানে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় কিছু দিক উপস্থাপন করা হলো।

চাহিদাকারী

- শক্তিশালী ডিমান্ড সাইড তৈরি করার লক্ষ্যে জনগণ এবং নাগরিক সংগঠনের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক সৃষ্টি করা। তথ্য অধিকার ফোরামকে সক্রিয় করা। নিয়মিত ফোরাম সদস্যদের নিয়ে সাধারণ মিটিং করা এবং নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা।
- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীসহ যুব, নারী, ছাত্র ও শ্রমিকসংগঠন, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের আইনটির প্রয়োগের কাজে যুক্ত হওয়া।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করা।
- গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের নানাবিধ অসুবিধা ও অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে তথ্য আবেদন, আপিল ও অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরো সহজতর করা।
- আইনের ওপর মালিকানা স্থাপনের জন্য আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কেন এটি জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- ডিমান্ড সাইডকে শক্তিশালী করতে হবে আরটিআই আইনকে সফল করতে হলে।
- সরকারি গোপনীয়তার আইন বহুকাল যাবৎ চর্চা করার ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের মাইন্ডসেট হয়ে গেছে। সক্রিয় ডিমান্ড সাইড তৈরি করার মাধ্যমে এই বদ্ধতা উন্মুক্ত হতে পারে।
- জনগণ দ্বারা প্রচুর আবেদন ফাইল করা, যাতে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আইনটির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। ক্রমাগত তথ্যের চাহিদা কর্তৃপক্ষকে সচেতন করবে এবং তারা গুরুত্ব সহকারে আইনের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নে পদক্ষেপ রাখবে।
- সব ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্র আছে। ভারতের বিহার রাজ্যের 'জানকারী কল সেন্টারের' আদলে এসব কেন্দ্র ন্যূনতম ফি'র মাধ্যমে নাগরিকদের পক্ষে তথ্য আবেদন করার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় ইউনিট হিসেবে কাজ করতে পারে। জানকারী মডেল শুধু আবেদন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করে, তা-ই নয় বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনভাবে আরটিআই ব্যবহার করতে সক্ষম করে তোলে।

প্রদানকারী

- ডিমান্ড সাইড শক্তিশালী হলে সাপ্লাই সাইড responsive হবে। সেজন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ জরুরি।
- তথ্য আবেদনের উত্তর প্রদান অর্থ জনগণকে সহায়তা করা এবং এর মাধ্যমে আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা সম্পর্কে জানা ও শেখা।
- আইন বাস্তবায়নে সরকারের আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করা। বিশেষ করে, মিডিয়াতে নাটিকা, বিজ্ঞাপন, টক শো এবং তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণের সফলতার কাহিনি প্রচার করা। যেসব সংগঠন এ বিষয়ে কাজ করছে তাদের সমন্বয়ে একটা ওয়ার্ক প্ল্যান করা ও সে অনুযায়ী কাজ করা।
- ডাটাবেস উন্নয়ন করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা প্রকাশ করা ও তালিকা করা, আরটিআই আইনের প্রকাশনা, এর বিধিমালা, কার্যক্রম প্রকাশ করা, এবং ট্রেনিং মডিউল তৈরি করা।
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে হেল্প ডেস্ক চালু করা।
- ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েবসাইট চালু করা।
- বিভিন্ন প্রশাসনিক নিয়মবিধি এবং এর প্র্যাকটিস যা তথ্য অধিকার আইনকে লঙ্ঘন করে সে সম্পর্কে গবেষণা করার মাধ্যমে তালিকা করা এবং তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা। কেননা তথ্য অধিকার আইনে বলা আছে যে, অন্য কোনো আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইনই বলবৎ হবে।

►

◄

তথ্য কমিশন

- তথ্য অধিকার আইনটি মূলত সরকারি কাজে জনগণের নজরদারির মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন তথ্য আবেদনকারীদের প্রতি সংবেদনশীল হলে আইনটি গতিশীল হতে পারবে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের গোপনীয়তার সংস্কৃতিকে দুর্বল করে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। তথ্য কমিশনকে জনবান্ধব হতে হবে।
- ইনফরমেশন কমিশনের সরকারের প্রতি নির্ভরশীলতা কমাতে হবে তাদের স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে। সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য কমিশনে ডেপুটেশনে নিয়োগ তথ্য কমিশনের স্বাধীনতাকে খর্ব করে থাকে।
- নাগরিক সমাজ ও সংগঠনের সঙ্গে তথ্য কমিশনের নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা আইনের প্রসারে সহায়ক হবে এবং জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করবে।

তথ্য অধিকার আইনকে প্রচার করা এবং জনপ্রিয় করার জন্য মানুষ থেকে মানুষে প্রচার করা হতে পারে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা, বিশেষভাবে রেডিও টিভি প্রোগ্রামে তথ্য অধিকারকে হাইলাইট করে কর্মসূচি নেওয়া। সরকারি এজেন্সিগুলোকে প্রচারের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দেশব্যাপী প্রচার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা এবং জেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের তাদের এলাকাতে তথ্য অধিকার আইনকে প্রমোট করা দরকার। জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের এনজিওদের অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রামে আরটিআইকে সম্পৃক্ত করা এবং মৌলিক সেবা প্রাপ্তিতে ডিমান্ড তৈরি করা। এ ছাড়া ডিমান্ড ও সাপ্লাই সাইডের মধ্যে সেতুবন্ধ করা। ধারা-৭ বিষয়ে ধারণাগত অভাব রয়েছে জনগণের মধ্যে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আসতে হবে তথ্য কমিশন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের ব্যাখ্যাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

৩. তথ্য অধিকার আইনের প্রসারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু দিক

তথ্য অধিকার আইনকে প্রসারিত করার জন্য উপরে বিভিন্ন সম্ভাবনা, কাজ ও পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেসবের সঙ্গে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার জড়িত, যেগুলো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে ছোট আকারে, সীমিত পরিসরে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিংবা প্রকল্পের কাজের অংশ হিসেবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারিক চর্চার মাধ্যমে এই আইনকে জনগণের মাঝে প্রসারিত করা যায়। কেননা একজন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর সে তার কমিউনিটিতে আরো অনেক মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। এর ফলে আরটিআই-এর প্রচার ও প্রসার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে আইনের প্রসার হতে দেখেছি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের শুরু থেকে এই আইনের চর্চায় অভিষিক্ত হয়েছি। বিভিন্ন কমিউনিটিতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, বিশেষ করে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী, দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে যে প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারিক চর্চা বৃদ্ধি পেতে পারে, সে বিষয়ে এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো। এর মাধ্যমে এই আইন ক্রমশ জনপ্রিয়তার ধারায় যুক্ত হতে সক্ষম। বাস্তব অভিজ্ঞতা একে সমর্থন করে থাকে। এই পদ্ধতি সমাজের প্রান্তিক ও মূলধারার জনগোষ্ঠীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

১. Participatory Action Research (PAR) তত্ত্বের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীতে গণগবেষণা দল তৈরি করা, যারা তাদের নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে এবং সমস্যার সমাধানে অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে পারে। PAR বা গণগবেষণার মৌলিক ধারণা হলো– চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে সমাজে কোনো শ্রেণিই অপর শ্রেণির চেয়ে 'অগ্রসর' নয়। বাস্তবে যা ঘটে দৈনন্দিন সংগ্রামের কারণে কারো চিন্তা করার অবকাশ বেশি, কারো কম। কেউ বা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাবান শ্রেণির কাছে চিন্তা সমর্পণ করেন। এতে সাধারণ মানুষের মনে নিজেদের চিন্তাশক্তির ওপর আস্থা হারিয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষিত শ্রেণির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। এতে তাদের চিন্তাশক্তি ক্ষয়ে যায় না, মরচে ধরে মাত্র। গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে ধরা চিন্তাশক্তিকে আবার শানিত করা, যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির যৌথ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা আবার যৌথভাবে বিশ্লেষণ করে নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উন্নত করেন এবং সেই উন্নত জ্ঞানের আলোকে আবার নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। গণগবেষণা মানুষের আত্মোন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে এবং সুবিধাবঞ্চিতদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে সাহায্য করে। জনগণকে যৌথ অনুসন্ধানে উজ্জীবিত করে এবং বাইরের সহায়তার ওপর নির্ভর না করে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার শক্তি দেয়। জনগণের আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাদের চিন্তা ও কর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বের করে আনে। গণগবেষণা জনগণকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভাবতে শেখায়, চিন্তার জগৎটাকে বিস্তৃত করে। তাদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত করে। এই প্রক্রিয়া জনগণকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ প্রদর্শন করে। গণগবেষণা বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে সহায়ক।

২. একজন অ্যানিমেটরের উজ্জীবনার মাধ্যমে গণগবেষণা দল যৌথভাবে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে।

৩. গণগবেষণার মাধ্যমে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করা হয় তার পেছনের কারণ হিসেবে তথ্য না জানাকে চিহ্নিত করা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। তথ্য না জানার কারণে যেসব সমস্যা হয়ে থাকে সেসব সমস্যাকে চিহ্নিত করে তথ্য অধিকার আইনে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা।

৪. সমস্যার সমাধানে তথ্য অধিকার আইনের সম্পৃক্ততা তুলে ধরা এবং কীভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে এই আইন হাতিয়ার হতে পারে তা দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা করা।

৫. একজন দক্ষ প্রশিক্ষক প্রয়োজন। যিনি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত, আইন বাস্তবায়নে আগ্রহী এবং অধিকার সচেতন ব্যক্তি। যিনি সক্ষম হবেন বিশ্লেষণ করতে যে, সমস্যার সঙ্গে তথ্যের অপর্যাপ্ততার সম্পর্ক কী এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে কীভাবে সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখা যায়।

৬. তথ্য অধিকার আইনকে জনগোষ্ঠীর মাঝে সহজ ভাষায় বর্ণনা করা। বিশেষ করে, আইন প্রয়োগের জন্য প্রাথমিক যে ধারাগুলো জানা এবং প্র্যাকটিস করা অত্যাবশ্যক, সেসব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণকালে সবাইকে যেকোনো একটি ইস্যু সম্পর্কে আবেদনপত্র লেখানো এবং তা সবার সঙ্গে একত্রে আলোচনা করা যে কোন কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে। পরে তা সংশোধন করা। এভাবে ভুল সংশোধন করা হচ্ছে শিক্ষণপ্রক্রিয়া। ফলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সবাই সঠিকভাবে আবেদনপত্র লিখতে সক্ষম হবেন।

৭. আবেদনপত্র পাঠানোর তারিখ, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কোন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে তার নাম ও ঠিকানা, আইন অনুযায়ী কত তারিখের মধ্যে তথ্য পাওয়ার কথা, তথ্য কবে পাওয়া হয়েছে, তথ্য না পেলে আপিলের জন্য নির্ধারিত তারিখ, অভিযোগের তারিখ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য এক নজরে দেখার জন্য তালিকা প্রণয়ন এবং লিপিবদ্ধকরণ করা। এসবের ফলোআপ করা জরুরি।

৮. কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। সবাই মিলে এ ক্ষেত্রে আলোচনা করতে পারে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে প্রসঙ্গে জানানো যে, তথ্য আবেদনপত্র প্রদানের সময় খারাপ ব্যবহার বা ঝগড়া করা উচিত নয়। তথ্য আবেদনপত্র গ্রহণ না করলে বা তথ্য না দিলে তার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা আছে এবং সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করা দরকার। ধৈর্য ধরা দরকার। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমেই আইনানুগ ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা সম্ভব। এতে ব্যক্তিগত শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

৯. আরটিআই আইনকে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। বিশেষ করে, সাধারণ জনগণের সরকারি সেবাসুবিধা লাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

১০. কমিউনিটিতে তথ্য অধিকার আইনের প্রসারের ক্ষেত্রে অ্যানিমেটরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন সৃজনশীল অ্যানিমেটর আইনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে কার্যকর প্রভাব রাখে।

১১. মানবাধিকার ইস্যুতে আগে থেকেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রয়েছে যেসব কমিউনিটিতে, সেখানে তথ্য অধিকার আইনের প্রসার দ্রুত ঘটে থাকে।

১২. অন্যদিকে ছাত্রসমাজের মাঝে এই আইনের প্রসার লাভ সহজেই হতে পারে, যদি উদ্যোগ নেওয়া যায়। কারণ আইনের প্রসারে শিক্ষার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৩. প্রাথমিকভাবে তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে সহজ ইস্যু এবং তথ্য পাওয়া যাবে, এমন বিষয় নিয়ে আবেদন করা। এর ফলে যা অর্জিত হবে :

- সরকারি অফিসে তথ্য আবেদন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় এ বিষয়ে আবেদনকারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।
- আবেদনকারী দ্রুত পরবর্তী বিষয়ে আবেদনে আগ্রহী হবে। কারণ সফলতা মানুষকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।
- আবেদনের মাত্রা ও ভিন্নতা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি তারা শুধু নিজেদেরই নয় কমিউনিটির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়েও তথ্য আবেদনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। সাধারণ তথ্য থেকে ক্রমশ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিমূলক তথ্য অন্বেষণে উৎসাহী হবে।

উপসংহার

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের মতে, এই আইনের মূল উদ্দেশ্য নাগরিকের ক্ষমতায়ন। তথ্য অধিকার আইন তা সম্পন্ন করেছে এবং জনগণকে ক্ষমতা দিয়েছে সরকারি কর্মকাণ্ড চ্যালেঞ্জ করার। যদিও আইনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণিত আছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে গণতন্ত্র শক্তিশালী করার কথা কিন্তু প্রকারান্তরে তা নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্যই। প্রান্তিক/দুর্গম এলাকায় যাদের ভয়েস নেই, তারা এই আইনের মাধ্যমে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। আবার যে সমাজে জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে আন্দোলনরত, তাদের মুভমেন্টের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনকে যদি একীভূত করা যায়, তাহলে তা একটা শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সরকারি কর্মকাণ্ডকে যথার্থ রাস্তায় থাকার জন্য চাপে রাখতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আরটিআই ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখা দরকার, যাতে তাদের বেঁচে থাকার মূল প্রশ্নগুলো আড়ালে হারিয়ে না যায়।

অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের জন্য জরুরি সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান এবং নীতিসমূহের– যা তৈরি করার লড়াইয়ে জনগণের জন্য আশার দুয়ার উন্মোচন করে থাকে তথ্য অধিকার চর্চা। তথ্য অধিকার আইন মূলত ক্ষমতার সমান অংশীদারত্বের একটি দাবি এবং একই সঙ্গে যেকোনো কর্তৃপক্ষের লাগামহীন ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে রাশ টেনে ধরে। একে জনপ্রিয় করার জন্য তাই যা-কিছু করা দরকার তা করতে হবে এবং তা করতে হবে আমাদের সবাইকে।

Scope of ICT in implementing RTI Act at the present context

Md. Mustafizur Rahman, Director Innovation, Access to Information (A2i) Programme

Introduction

The Information Commission (IC) enforces and oversees the Right to Information Act, Rules and Regulations made under the Act. Its main functions are educating and influencing, resolving problems (resolves eligible complaints from people who think their rights have been breached) and enforcing (uses legal sanctions against those who ignore or refuse to accept their obligations).

"Right to Information" means - the right to obtain information from any authority which can be accessed through printed/photocopy/written/e-mail/fax/CD or other permitted process.

The basic object of the Right to Information Act-2009 is to empower the citizens by promoting transparency and accountability in the working of the public, autonomous and statutory organizations and other private organizations constituted or run by the government or foreign financing with the ultimate aim of decreasing corruption and establishing good governance in our democratic society in real sense.

ICT- enabling RTI Act

Under the act RTI (Right to Information) for the citizen, each Govt. office is supposed to provide requested public information to citizen. In line with that vision, the Government of Bangladesh has developed a much anticipated information repository, containing all kinds of useful information for the citizens, **(link: http://www.bangladesh.gov.bd/)**, in partnership with the Access to Information-II Programme, and its partners

This information portal is only one of the numerous initiatives taken by the Government to make information available at citizen's doorsteps, fuelled by ICT. Other initiatives include:

- **http://infocom.portal.gov.bd/:** The central portal for Information Commission, containing information about the rules and regulations and important forms pertaining to the Rights to Information Act of the Commission
- **http://www.infokosh.gov.bd/:** The central information repository, or portal of the information required by the citizens for their day to day national life. It contains information related to important matters and sectors such as Agriculture, Education, Health, Tourism, Culture, etc.

To materialize the access to right of every citizen to information vital to their lives, proposed "TothoJanala" will be only one of the numerous initiatives taken by the Information Commission to deliver information and services at the hands of the citizens.

The primary objective of introducing "Totho Janala" system is to simplify and improved information

request, service delivery and appeal process with the optimum use of ICT to ensure faster, organized, transparent and accountable information service to citizen

"TothoJanala" will be a Web Application for Information Commission to facilitate all citizens to ensure their right to information. It can help to access information from any public body or other authorities as defined in the Act and to find out information as per their requirement/demand. The system will have the facility to handle all the business & functional requirements of current Information Commission functions in addition to any new function that arises in the future

Proposed Components of Totho Janala

Figure 1: Components of Totho Janala

Information Providing Unit (IPU) Management

Information Providing Unit (IPU) means head office, divisional office; regional office, district office or upazila office of any department, directorate or office attached to or under any ministry, division or office of the Government; head office, divisional officer, regional office, district office or upazilla office of an authority.

Information Providing Unit (IPU) will provide information to the applicant for information. Each Information Providing Unit (IPU) will have a designated officer (DO) who will render reasonable assistance to the persons seeking information.

Information Seeker Account Management

The system will automatically manage an account for the information seeker who requests for any kind of information service using this "TotthoJanala" system. Applicant can access the system from "IC Information Service Box" from different web sites and portal.

This applicant account will be activated when a citizen submits an application for information for the first time using this system, sending a notification immediately to his/her email & SMS containing the login information.After that, he can login to his account and update his profile, view application, view and send service related notifications, request for more information and manage his own account.

Appeal Process Management

Using this component authorized user can manage appeal process for information Commission. If an applicant is not supplied information within the prescribed time or is not satisfied with the information furnished to him or is aggrieved by a decision of the Designated Officer, may prefer an appeal to the Appellate Authority who is the administrative head of its immediate superior/ parent office, tagged by the system. The appellate authority of the public authority shall dispose of the appeal within a defined period after hearing the concerned parties to the appeal petition.

Complaint Management

If any citizen believes that he has been given incomplete, misleading or false information, or he has not been given a response to a request for information within the time limit specified in the Act; or he has been required to pay an amount of fee which he considers unreasonable, he can make a complaint to the Information Commission. This module will manage complaints for IC

Information Service Portal

A public-facing module is required for citizen where they can land and find relevant information Commission's service delivery process map, RTI acts. An authentication unit will be placed on this module through which authorized users can get into the system and land on their own Web

see page 3 ▶

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance
MRDI

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭, ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

উপদেষ্টা
শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পরিকল্পনা
হাসিবুর রহমান মুকুর
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

প্রধান সম্পাদক
মোঃ সাহিদ হোসেন
অ্যাডভাইজার, প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এমআরডিআই

সম্পাদনা
মোঃ হামিদুল ইসলাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই
আক্তারুন নাহার লাবন্য
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই